শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু অ্যাপ

আনোয়ার হোসেন

সময় ও পৃথিবী দুটোই কিন্তু এখন হাতের মুঠোয়। বলা হচ্ছে, স্মার্টফোনের কথা। স্মার্টফোনের কল্যাণে ছুটিতে গেছে অ্যালার্ম ঘড়িও। আজকাল ঘুম থেকে ওঠার জন্য অনেকেই আর অ্যালার্ম ঘড়ির চাবি ঘোরান না। স্মার্টফোনে অ্যাপসের মাধ্যমেই ঘুম ভাঙায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শুধু তাই নয়, নিত্যনতুন অ্যাপগুলো পড়াশোনা, ক্লাসে যোগদান থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সহায়তা করছে। এ লেখায় আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু অ্যাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

লেকচার ক্যাপচার অ্যাপ

ক্লাসে যখন শিক্ষক পড়াতে থাকেন, তখন পুরো মনোযোগ দিয়ে নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টুকে নিতে যেন বেগ পেতে হয়। কখনো কখনো লেকচারের সাথে পাল্লা দিয়ে তথ্যগুলো টুকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এ সমস্যা সমাধানেই সঙ্গ দেবে লেকচার ক্যাপচার অ্যাপ, যা গোটা লেকচারই রেকর্ড করে রাখবে। আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের কাছে সাউন্ডনোট জনপ্রিয় লেকচার ক্যাপচার অ্যাপ। এটি একই সাথে নোটপ্যাড ও অডিও রেকর্ডারের কাজ করে। এছাড়া লেকচার ক্যাপচার, নোটস প্লাস ও অডিও মেমোস ফ্রি- দ্য ভয়েস রেকর্ডারও ভালোমানের সহায়তাকারী অ্যাপ। আর অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীদের জন্য ইমপারটুস হতে পারে কার্যকর একটি সমাধান।

অডিও মেমোস

অডিও মেমোস একটি প্রফেশনাল মানের ভয়েস রেকর্ডার। এর ইন্টারফেসটি খুবই চমৎকার। এর ব্যবহারও সহজ। এতে থাকা ফিচারগুলো শক্তিশালী। একে

ব্যবহার করা যাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে, ক্লাসে লেকচার নিতে, মিউজিক সেশনে রেকর্ড রাখতে, ডিকসন বা কোনো ব্রিফিং ধারণ করতে। মোট ভয়েস রেকর্ড সংক্রান্ত চমৎকার এক সমাধান অডিও মেমোস। এটি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী সেরা মানের সেবা যেমন দেবে, তেমনি সেসব রেকর্ড ই-মেইল বা ড্রপবক্সে রাখার সুবিধাও পাওয়া যাবে এতে। ব্যবহারের কিছু দিন পর যদি অনেক রেকর্ড হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ওগুলোকে সাজিয়ে রাখা যাবে তারিখের বা টাইটেলের ক্রমানুসারে। ডিভাইস স্লিপ মোডে চলে গেলেও রেকর্ডে কোনো অসুবিধা হয় না। সর্বোপরি অ্যাপটিকে ফোন বা ট্যাবলেটের সাথে অপটিমাইজড করে নেয়া যাবে। এমনিতে অ্যাপটি ব্যবহারে রেকর্ডিং সংক্রান্ত বেশিরভাগ সুবিধাই পাওয়া যাবে। তারপরও হাইএন্ড ব্যবহারকারীরা যদি আরো কিছু বাড়তি সুবিধা নিতে চান, তবে এর কিছু অতিরিক্ত ফাংশন আছে যেগুলোর জন্য অর্থ খরচ করতে হবে।

স্টুডেন্ট প্ল্যানার অ্যাপ

স্টুডেন্ট প্ল্যানার অ্যাপ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কাগজের ব্যবহারকে একেবারেই বাদ দিয়ে ফোন ও অন্য ডিভাইসে এ অ্যাপ ব্যবহারকারীকে ক্লাসের

সময় ও বিস্তারিত সম্পর্কে রিমাইন্ডার দিয়ে থাকে। টাইমটেবিল (অ্যান্ড্রয়িড) জনপ্রিয় একটি স্টুডেন্ট প্ল্যানার অ্যাপ। মাই ক্লাস শিডিউল ও ক্লাস টাইমটেবিলও অন্যতম জনপ্রিয় স্টুডেন্ট প্ল্যানার অ্যাপ।

স্টুডেন্ট সেফটি অ্যাপ

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় সহায়তা করবে এ অ্যাপ। তা হোক ক্যাম্পাসের ভেতর কিংবা বাইরে, যেকোনো স্থানেই। অ্যান্ড্রয়িড ও আইওএস উভয়ের জন্য প্রযোজ্য 'সার্কেল অব সিক্স' শিক্ষার্থীদের তাদের কাছের বন্ধুদের সাথে যুক্ত রাখবে। কোনো সমস্যায়

কাছের ছয়জন বন্ধুকে যেন একটি বাটন চেপেই কল দেয়া যায়, সে ব্যবস্থা রয়েছে এ অ্যাপে। সেফটি অ্যাপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিসেফ, রিঅ্যাক্ট মোবাইল ও গার্ডিয়ান সেন্ট্রাল স্টুডেন্ট।

টাস্কার

স্মার্টফোনের সবকিছুই কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না। কিছু কাজ ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। এই অটোমেশন বা

স্বয়ংক্রিয় করার জন্য টাস্কার ভালো একটি অ্যাপ। ফোনের সেটিং থেকে শুরু করে মেসেজিংসহ আরো অনেক কিছুতে অটোমেশন করতে সাহায্য করবে এই অ্যাপ। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই অ্যাপ ব্যবহার অবস্থান করা পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে নিজ থেকেই পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম শুরু করে বা সেটিংয়ে চলে যায়। যেমন- ব্যবহারকারী যদি লাইব্রেরিতে অবস্থান করেন, তবে অ্যাপটি তা শনাক্ত করে সেই অনুযায়ী পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দেয়া সেটিং এনাবল বা ডিজ্যাবল করে দেবে। এটি তখন দরকারী কোনো অ্যাপ চালু করতে পারে বা কোনো কাজ শুরু করতে পারে। অ্যাডভান্স ইউজারদের জন্য এটি দারুণ একটি অ্যাপ। এটি শুধু মজার করা বা খেলার জন্য বানানো কোনো অ্যাপ নয়। বলা যেতে পারে অ্যান্ড্রয়িডের জন্য শক্তিশালী টুলগুলোর অন্যতম হচ্ছে এই অ্যাপ।

মিন্ট

ছাত্রছাত্রীদের জন্য পয়সা বাঁচানো খুবই জরুরি। কেননা এ সময় তাদের নির্দিষ্ট কোনো আয় থাকে না। তাই টাকা-পয়সা খরচের দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এটি মোটেও সহজ কাজ নয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পয়সা বাঁচানো খুবই জরুরি। কেননা, এ সময় তাদের নির্দিষ্ট কোনো আয় থাকে না। তাই টাকা-পয়সা খরচের দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এটি

মোটেও সহজ কাজ নয়। কঠিন এই কাজটিকে সহজে করতে সাহায্য করতে পারে মিন্ট নামের এই অ্যাপটি। কলেজে টাকা সঞ্চয় বা খরচ বাঁচানোর বিভিন্ন উপায় আছে। মিন্ট অ্যাপটি ব্যবহারকারীকে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সহজ হবে। সেরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশনগুলোর অন্যতম হচ্ছে মিন্ট। এটি ব্যবহারকারীর বাজেটের ট্র্যাকিং করতে সাহায্য করবে। দেখা যাবে অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আপ-টু-ডেট তথ্য, পরীক্ষা করা যাবে বাজেট। এর বাইরে অ্যাপ্লিকেশনটিতে সরাসরি লেনদেন করার সুবিধা পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে।

স্টাডিওজ

অ্যাসাইনমেন্ট, মিডটার্ম, ফাইনাল এক্সামের একের পর এক তারিখ অনেক সময় মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এগুলোর কোনোটার তারিখ ভুলে যাওয়ার মানে বিরাট বিড়ম্বনার ব্যাপার। স্টাডিওজ নামের এ অ্যাপটি ছাত্রজীবনে গুরুত্বপূর্ণ এসব কাজের কথা এর ব্যবহারকারীকে কখনোই ভুলতে দেবে না। এটি মনে করিয়ে দেবে সামনে কবে টেস্ট পরীক্ষা, কবে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে ইত্যাদি সব কাজের কথা। বলা যায় কোনো কিছু ভুলে যাওয়া এখন অতীতের কোনো বিষয়ে পরিণত হবে। স্টাডিওজের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্র আপনার ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইলেন্ট মোডে চলে যাবে। এই সেটআপ করার জন্য ব্যবহারকারীকে শুধু তার ক্লাসের লোকেশন ঠিক করে দিতে হবে কজ

ফিডব্যাক :
hossain.anower099@gmail.com